5

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ০2-নভেম্বর 1995

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

কৃষি শিক্ষা ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন সেশনজটের কারণে কৃষি শিক্ষার প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। যার নজীর, ১৯৯৪-৯৫ সেশনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম পর্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়নি। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর অতিরিক্ত নোংরা ছাত্র রাজনীতির কারণে আজ কৃষি শিক্ষার ওপর সীমাহীন 'সেশনজটের ভূত' জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। যার নির্মম কষাঘাতে কুঁকড়ে যাচ্ছে আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা। যার জন্য BAU-র বিদেশী ছাত্ররা কোর্স পূর্ণ না করেই স্ব স্ব দেশে চলে যাচ্ছে।

আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯০ সালে দিনাজপুরস্থ কৃষি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে, কৃষিবিদ হওয়ার মানসে। কৃষি কলেজগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলেও আমাদেরকেও BAU-র সেশনজটের জোয়াল টানতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক- ১৯৯২ সনের বিএসসিএজি (অনার্স) পার্ট থ্রির ফাইনাল পরীক্ষা ১৯৯৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু BAU-র ছাত্রদের ক্রমাগত চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ ৭ই অক্টোবর পরবর্তীকালে ১৫ই অক্টোবর, তারপর ২৮শে অক্টোবর, পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করেন। এরপরও আবারো আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিত করেন। এখবর শুনে একজন ছাত্র বন্ধু বলে ফেললেন "কৃষিতে পড়তে এসে পাপ করেছি।"

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় BAU-র কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নেই। যদি থাকেও তবে তার নিয়ন্ত্রক কতিপয় ছাত্র নেতা। যাদের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় BAU-র পরীক্ষা, ক্লাশ ইত্যাকার নানাবিধ কার্যক্রম। BAU-র কর্তৃপক্ষ এবং ঐ সব ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনাদের কারণে আমরা যারা কৃষি কলেজগুলোতে অধ্যয়ন করছি তাদের জীবন থেকে এভাবে বছরের পর বছর নষ্ট হচ্ছে- এর ক্ষতিপূরণ কি দিতে পারবেন? আপনাদের বিবেককে এসব ঘটনা কি এতটুকু নাড়া দেয়না? মারামারি করবেন, জেলে যাবেন আপনারা, আর তার ভোগান্তি পোহাতে হবে কৃষি কলেজগুলোর ছাত্রদেরকে, এ কেমন কথা? এই ভোগান্তি থেকে কৃষি কলেজগুলোকে মুক্ত রাখার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করছি-

১· অবিলম্বে কৃষি কলেজগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হোক।

২· অবিলম্বে কৃষি শিক্ষা নীতি ঘোষণা করা হোক।

৩· ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক।

৪· সর্বোপরি প্রশাসন যন্ত্রে-দৃঢ় চেতা, সিদ্ধান্তের প্রতি অটল মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের ওপর দায়িত্ব দেয়া হোক।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BARI) -এর দায়িত্বশীল মহলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। নতুবা কৃষি শিক্ষার এ দুর্দশার কারণে ভেঙে পড়বে দেশের সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সকল আয়োজন।

মোঃ নূরুল হুদা আল মামুন
৩য় পর্ব পরীক্ষার্থী
বিএসসিএজি (অনার্স)
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
বাঁশেরহাট, দিনাজপুর।